তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪৩

**বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে কোনো রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে রাখেননি**

 **--- লেজিসলেটিভ সচিব**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ):

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির বলেছেন, শিক্ষা একটি রাষ্ট্রের ভিত রচনা করে, সে কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমেই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে কোনো রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে রাখেননি। সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্র্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আইন প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের আয়োজনে শিশু আইনে উল্লিখিত শিশু অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন সচিব । অনুষ্ঠান শেষে শিশু পরিবারের এতিমদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়।

সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের লক্ষ্যে The Primary Schools (Taking Over) Act, 1974 প্রণয়ন করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ও খাবার বিতরণ করা হত শিশুদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ্ব করতে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগও দিয়েছিলেন তিনি। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোশাকও দেওয়া হত।

সচিব আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুই সংবিধানে যুক্ত করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা হবে প্রজাতন্ত্রের সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক। বহু বিত্তহীন ও দরিদ্র পরিবার আছে, যারা দুই বেলা খেতে পায় না, তারা শিশুদের স্কুলে পাঠাবে কীভাবে? তাদের তো অর্থ নাই। সেজন্যই তিনি সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/এনায়েত/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪২

**দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে অবদান রাখবে চলচ্চিত্র সংসদ**

 **– তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশকে জাতির পিতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে আমাদের চলচ্চিত্র অবদান রাখবে এবং চলচ্চিত্র সংসদ সেখানে নেতৃত্ব দেবে।’

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৬০ বছর ও ফেডারেশন অভ্‌ ফিল্ম সোসাইটিজ অভ্‌ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী আয়োজন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৫৭ সালে ঢাকায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সময়ের আবর্তে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলচ্চিত্র শিল্প আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের বহু চলচ্চিত্র অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। গত বছরের শেষ দিকে কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে দুপুর একটায় আমাদের সিনেমা দেখার জন্য সকাল নয়টা থেকে এক মাইল লম্বা লাইন হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হল চালু হচ্ছে, সিনেপ্লেক্সের সংখ্যা বাড়ছে। সিনেমা হল সংস্কার ও নির্মাণে এক হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।’

করোনায় সব থমকে না গেলে সিনেমা শিল্প ইতিমধ্যে আরো এগিয়ে যেতো উল্লেখ করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প আরো দৃঢ় অবস্থানে আসবে এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববাজারে আরো সমাদৃত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলামকে উদ্ধৃত করে মন্ত্রী বলেন, ‘তিনি ঠিকই বলেছেন, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন রাজপথের আন্দোলন নয়, নিজেকে পরিশীলিত করার, চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার আন্দোলন। এবং শুধু চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেই নয়, সারা দেশেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন যা আমাদের তরুণদের কুসংস্কারমুক্ত পথ দেখাবে।’

অনুষ্ঠানে দেশের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ‘ছয় দশকের সেরা চলচ্চিত্র সংসদ সম্মাননা’ হিসেবে শতাধিক চলচ্চিত্র সংসদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ হীরক সম্মাননা এবং ১৪ টি সংসদকে সুবর্ণ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ফেডারেশন অভ্‌ ফিল্ম সোসাইটিজ অভ্‌ বাংলাদেশ’র সভাপতি লাইলুন নাহার স্বেমির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রকার সালাউদ্দিন জাকী বিশেষ অতিথি এবং শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। বক্তব্য রাখেন বর্ষপূর্তি উৎসব জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম এবং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বেলায়াত হোসেন মামুন। ‘জলের গান’ ব্যান্ডের সংগীত ও মঙ্গল দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে।

চলচ্চিত্র সংসদের ৬০ বছর এবং ফেডারেশনের ৫০ বছর পূর্তি জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের বছরব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র সংসদকর্মীদের নির্মিত চলচ্চিত্রের উৎসব, নীতিনির্ধারণী সেমিনার, আন্তর্জাতিক সেমিনার, ১০টি জেলায় চলচ্চিত্র কর্মশালার আয়োজন, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, দেশের ৫০ বছরের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ ও নৌ-ভ্রমণ।

উল্লেখ্য, দেশে চলচ্চিত্র শিক্ষা বিস্তার, চলচ্চিত্র সাহিত্যের বিকাশে অবদান রাখা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ১৯৬৩ সালে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৭৩ সালের ২৪ অক্টোবর ফেডারেশন অভ্‌ ফিল্ম সোসাইটিজ অভ্‌ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন চলচ্চিত্রাচার্য আলমগীর কবির।

#

আকরাম/এনায়েত/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২২২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪১

**শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে**

 **--- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ):

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা খাতকে বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গামী তরুণ সমাজকে দেশপ্রেমিক ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা এবং গবেষণা, প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের ২১তম সমাবর্তনে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন এবং সনদ প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্‌ টেকনোলোজির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কাজু ইয়ামামোটো। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. ইসতিয়াক আবেদিন।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে অ্যক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত ও শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে দক্ষ জনশিক্ত গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেভাবে ডিগ্রিগুলো অর্গানাইজড আছে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমাদের মডিউলার এডুকেশনে যাবার কথা। সামনে যে দিন আসছে যেভাবে দ্রুত পৃথিবী পরিবর্তন হচ্ছে তাতে আজ যে ডিগ্রি অর্জন করে যাচ্ছেন পাঁচ বছর পর তা আর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সে জন্য রিস্কিল করতে হবে, আপস্কিল করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন- তোমরা চাকরি শুধু খুঁজবে না, তোমরা উদ্যোক্তা হবে। অন্য বহু মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করবে। মাদক সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবেন। সাম্প্রদায়িতকার বিষবাষ্প যেন আপনাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবে।’ সাম্প্রদায়িকতা যেন আমাদের সমাজ ও জীবন থেকে দূর করে দিতে পারি। সাম্প্রদায়িকতা যেমন অবশ্য পরিত্যাজ্য এবং তাকে যেমন প্রতিহত করতে হবে তেমনি ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ ভেদে যেন কোনো বৈষম্য আমরা না করি। নারী নির্যাতনকারী তার যে পরিচয়ই থাকুক না কেনো তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

#

খায়ের/এনায়েত/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪০

**রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলান সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ বঙ্গভবনে সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সৌদি আরবের বাদশা সালমান বিন আব্দুল আজিজ এবং ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সালমানের শুভেচ্ছা পত্র হস্তান্তর করেন।

শুভেচ্ছা পত্রে সৌদি বাদশা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের অব্যাহত উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। এ সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ সফরের ফলে দুই দেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হলো। সফরকালে যে সমস্ত চুক্তি ও সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এগুলো বাস্তবায়িত হলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সৌদি বিনিয়োগকারীদের আরো বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে সৌদি আরবের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা করেন, রোহিঙ্গারা যাতে সম্মানের সাথে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে সে ব্যাপারে সৌদি আরব জোরালো ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে, শ্রীলংকার হাইকমিশনার সুদর্শন সেনেভিরত্নে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীলংকার বিদায়ি হাইকমিশনার দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রীলংকার বিদায়ি হাই কমিশনারকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতির সচিবগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১১৩৯

**জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘তথ্য অধিকার আইন ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

‘তথ্য অধিকার আইন ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনার আজ ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক।

প্রধান অতিথি বলেন, জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও প্রকাশ নিশ্চিতকরণে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা বাড়বে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা সকল সংস্থার দায়িত্ব। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে সকলকে তথ্য প্রদানের আহ্বান জানান ডক্টর আবদুল মালেক।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনের পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ড.
মোঃ আঃ হাকিম। জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোসের পরিচালনায় সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, প্রভোস্ট, প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।

**#**

লিটন/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৮

**ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নততর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে**

 **--- পানি সম্পদ সচিব**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান বলেছেন, পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের নদী অববাহিকার ৭১ শতাংশ প্লাবণ ভূমি রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বন্যার পূর্বাভাস দিতে পারলে প্রাণ এবং সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব। আর এজন্যই দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নততর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

 আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট অভ্ ওয়াটার মডেলিং রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে উঅঘওউঅ অর্থায়িত গবেষণা প্রকল্প বাংলাদেশের বর্ধিত বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ পরিষেবার সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালায় সচিব এসব কথা বলেন।

 সচিব বলেন, ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ৫ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস উপাত্তকে প্রক্রিয়াকরণ করে উন্নততর প্লাবণ মানচিত্রের সাহায্যে বন্যা শুরু হওয়ার তিন দিন থেকে তিন ঘণ্টা সময় আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

 অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ডেনমার্ক দূতাবাসের ডেপুটি হেড অভ্ মিশন অ্যান্ডার্স কার্লসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক নুরুল ইসলাম সরকার এবং মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঁইয়া, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা)।

 উল্লেখ্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ডিজিটাল পদ্ধতিটি চালু করতে সহায়তা করছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), এটুআই, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা গুগল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ।

#

গিয়াস/আরমান/সঞ্জীব/এনায়েত/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৭

**২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 আগামী ২১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২’ এবং ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২’ এর ফাইনাল খেলা ঢাকায় বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাইনাল খেলা উপভোগ এবং খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করবেন।‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনালে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইলের নলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মুখোমুখি হবে। ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে’ রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার বিনোদপুর কলেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোকাবিলা করবে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে।

 করোনাকালীন সাময়িক বিরতির পর আবারো এ টুর্নামেন্ট দুটি এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন সভাপতিত্ব করবেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ।

 লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের সুস্থ বিকাশ এবং শিশুর মাঝে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ‘আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ২২ লক্ষাধিক ক্ষুদে শিক্ষার্থী এ টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করেছে।

 প্রসঙ্গত ২০২২ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ‘সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২’-এর ফুটবল টিমের ৫ জন খেলোয়াড় উঠে এসেছে ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজলিাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে’র মাধ্যমে। এটি বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফসল।

#

তুহিন/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৬

**প্রতি জেলায় ৩০-৫০ বেডের মা ও শিশু হাসপাতাল করা হবে**

 **--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, শেখ হাসিনা রাজনীতি করেন দেশের মানুষের উন্নতির জন্য, দেশের মানুষের স্বস্তিতে থাকবার জন্য। কারণ তিনি জাতির পিতার কন্যা, তিনি জাতির পিতার আদর্শে গড়া মানুষ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশের মানুষের চিকিৎসা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

 আজ রাজধানীর মহাখালীস্থ জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) অডিটরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, নতুন করে ৫টি মেডিকেল বিশ^বিদ্যালয়, ৩৭টি মেডিকেল কলেজ, ২২টি চিকিৎসা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন শেখ হাসিনা। প্রতিটি জেলায় হাসপাতালের বেড সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছেন। জেলা হাসপাতালগুলোতে অতি জরুরি ১০টি করে ডায়ালাইসিস সেন্টার করেছেন। উপজেলা হাসপাতালে বেড বৃদ্ধি করা হয়েছে। চিকিৎসাখাতে আগামীর সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার-চিৎিসাখাতে মানুষ যাতে ঢাকায় না এসে নিজ বিভাগেই চিকিৎসা নিতে পারে সেজন্য দেশের ৮ বিভাগেই ৮টি অতি উন্নত ও আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ১৫ তলা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে। এর পাশাপাশি আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দেশের মা ও শিশুদের জন্য আলাদা করে সেবা দেবার জন্য। দেশের কয়েক’শ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইতোমধ্যে প্রসূতি মায়ের জন্য ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্যসেবা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুব দ্রুতই দেশের প্রতিটি জেলায় ৩০-৫০ বেডের আলাদা করে মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এটি করা গেলে দেশের মায়েদের প্রসবকালীন যে সমস্যা ও অর্থ ব্যয় হয় তা অনেকখানি কমে যাবে।

 শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশু শ্রম ও বাল্য বিয়ে বন্ধের আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসময় বলেন, শিশুদের বয়সে শিশুরা খেলাধুলা করবে, আনন্দ করবে। সেখানে শিশুদেরকে যেভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তা অমানবিক। অন্যদিকে, বাল্যবিয়ে ঠেকাতে সরকার নানারকম প্রচারণা ও উদ্যোগ নিলেও বাল্যবিয়ে অহরহ ঘটছে। এতে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি অনেকখানি বেড়ে যায়। এখন শিশুশ্রম ও বাল্য বিয়ে সব জায়গাতেই বন্ধ করতে হবে।

 সামনে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এখন গোটা বিশে^র রোল মডেল হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার এই অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেবে এই শক্তি কারো নেই। কোনভাবেই এই দেশে আর কাউকেই অরাজকতা করতে দেয়া হবে না। সামনে নির্বাচন আসছে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে। নির্বাচন বিধি আছে, সেই বিধির বাইরের কোন প্রস্তাব শেখ হাসিনা গ্রহণ করবে না।

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)-এর লাইন ডিরেক্টর আব্দুল মান্নান, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডা. নাসির উদ্দিনসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

মাইদুল/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৫

**বাংলাদেশ ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছে**

 **--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলার ফলে বাংলাদেশ একটি ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য কাগজের মুদ্রাহীন সমাজ গড়ে তোলা। ডিজিটাইজেশনের ফলে ২০০৯ সালের পর থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অভাবনীয় রূপান্তর হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং দেশের সাধারণ মানুষের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি সেবায় রূপান্তরিত হয়েছে। মন্ত্রী মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের ক্যাশ আউট এবং টাকা পাঠানোর খরচ যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে এনে গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে ক্যাশলেস সোসাইটির অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে পর্যটন কর্পোরেশন হলে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে নারী গৃহকর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারী নিয়োগদাতাদের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্মসচিব নাহিদ সুলতানা মল্লিক, বেসরকারি সংস্থা নারী মৈত্রীর কর্মকর্তা শাহীন আক্তার জলি বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক বনশ্রী মিত্র নিয়োগী।

 ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষের কাছে ইন্টারনেটের চাহিদা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বেড়ে চলেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ১৯৯৭ সালে চারটি মোবাইল অপারেটরকে দেশে মোবাইল সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে মোবাইল প্রযুক্তি বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। ২০০৮ সালে দেশে ইন্টারনেটের চাহিদা ছিল মাত্র সাড়ে সাত জিবিপিএস এবং ব্যবহারকারী ছিল মাত্র মাত্র ৮ লাখ। বর্তমানে ৪১০০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। ২০৩০ সালে ইন্টারনেট

ব্যান্ডউইদথের চাহিদা ৩০ হাজার জিবিপিএস অতিক্রম করতে পারে। তিনি বলেন, স্বল্প আয়ের মানুষের নিকট স্মার্টফোন সহজলভ্য করতে সহজ কিস্তিতে স্মার্টফোন সরবরাহ করার বিষয়টি নিয়ে সরকার কাজ করছে। লক্ষ্য ডিজিটাল দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তোলা। মন্ত্রী নারী গৃহকর্মীদের মধ্যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রচলন করায় বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল সেবা সংক্রান্ত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও তাদের সহযোগী ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সসহ অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে একটি ভালো উদ্যোগ আখ্যায়িত করে বলেন, ডিজিটাল যন্ত্র দক্ষতার সাথে চালাতে পারলে তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তায় রূপান্তর করতে পারে।

 মন্ত্রী বলেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জন করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনে সরকার কাজ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশের মূল স্তম্ভ হচ্ছে স্মার্ট মানুষ। মোবাইল ফিনান্সিয়াল খাতের অগ্রগতিতে সরকার কাজ করছে এবং যে কোনো সহযোগিতা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। মন্ত্রী গৃহকর্মীদের জন্য একটি ডাটাবেস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর ভিত্তিতে তাদের জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের বিশেষ সুবিধার বিষয়ে কাজ করা সহজ হবে।

 অনুষ্ঠানে গৃহকর্মী এবং তাদের নিয়োগ প্রদানকারী গৃহকর্তৃগণ তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

#

 শেফায়েত/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৪

দ্রব্যমূল্য টাস্কফোর্সের ৬ষ্ঠ সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

**চাহিদার চেয়ে বেশি পণ্য মজুত রয়েছে একসঙ্গে বেশি পণ্য কিনবেন না**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশে ভোজ্যতেল, চিনি, ডাল, ছোলাসহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুত রয়েছে। কোনো পণ্যের ঘাটতি বা মূল্য বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। একসঙ্গে বেশি পণ্য ক্রয় করে বাজারে চাপ সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিটি পণ্য চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি মজুত রয়েছে। সরকার চিনির আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের কারণে প্রায় পাঁচ টাকা চিনির মূল্য কমবে। শুল্ক প্রত্যাহারের সুবিধাপ্রাপ্ত চিনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে আসবে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ীদেরও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখে ভোক্তাকে স্বস্তি প্রদান করতে পারে। দেশবন্ধু গ্রুপ ইতোমধ্যে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য ট্রাক সেলে বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের অন্যান্য গ্রুপগুলোও মিল গেইট মূল্যে খোলাবাজারে ট্রাক সেলের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য বিক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছে। আশা করা যায় এর প্রভাব বাজারে পড়বে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবি’র মাধ্যমে দেশের কার্ডধারী এককোটি নিম্নআয়ের পরিবারের কাছে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে দুই কিস্তিতে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে। এতে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি নিম্নআয়ের মানুষ উপকৃত হবে। উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, ভোক্তা সমনি¦তভাবে সততার সাথে দায়িত্বশীল কাজ করলে বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দ্রব্য মূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৬ষ্ঠ সভায় টাস্কফোর্সের উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে বাজার মনিটরিং জোরদার করা হবে। কেউ কৃত্রিম উপায়ে কোনো পণ্যের অবৈধ মজুত করে মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাজারে মুরগির সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব টাস্কফোর্স এর ৬ষ্ঠ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড টেরিফ কমশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) মোঃ ফয়জুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, এফবিসিসিআই এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, সিটি গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, দেশবন্ধু গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, টিকে গ্রুপ এর প্রতিনিধিগণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

 পরে বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের এম্বাসেডর মানসুর চাভোশি (Mansour Chavoshi) এর নেতৃত্বে একটি ইরানি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় ইরানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে উভয় দেশের ব্যবসায়ীগণ অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

 এরপর বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায় সফররত ভারত চেম্বার অভ্ কমার্স এর প্রেসিডেন্ট এন জি খাইতানের নেতৃত্বে একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। উভয় দেশের মানুষের যাতায়াতের জন্য ভিসা সহজীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

#

বকসী/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩৩

**কর্পোরেট এক্সিলেন্স পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের জন্য গৌরবের**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, পানির অপর নাম জীবন হলেও মানুষ একসময় পানির জন্য হাহাকার করত। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ সময় তিনি পানির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, গার্হস্থ্য, কৃষি বা শিল্পখাতে পানির দরকার থাকলেও খাবার সুপেয় পানির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার পার্টনার ড্রিংকওয়েলের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্পোরেট এক্সিলেন্স পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্তি আমাদের জন্য গৌরবের কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশে মানুষ এখন পানিও কার্ড দিয়ে এটিএম বুথ থেকে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করতে পারছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা ওয়াসার পার্টনার ড্রিংকওয়েল এটিএম প্রোগ্রামের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্পোরেট এক্সিলেন্স পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্তি ও হস্তান্তর উপলক্ষ্যে ওয়াসা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ওয়াসার এমডি প্রকৌশলী তাকসিম এ খান।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার কাজ শেষ করতে না পারলেও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ছোট একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ তার বিশাল জনসংখ্যার সবার ক্ষুধার চাহিদা মেটাতে পারছে। তিনি আরো বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল বা কর্নফুলি টানেল একসময় অকল্পনীয় ছিল কিন্তু তা এখন বাস্তব।

 তথ্য ও প্রযুক্তিখাতে সরকারের সাফল্য তুলে মন্ত্রী বলেন, এখন গ্রাম ও পাহাড়ের মানুষও বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আসার ফলে সবক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

 মন্ত্রী বলেন, ড্রিংকওয়েলের মতো বেসরকারি উদ্যোগকে ওয়াসা সহায়তা করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

#

 হেমায়েত/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩১

**সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, রমাজন মাসে নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছে সরকার। সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোক্তারাও সরকারের আহ্বানে এই কাজে এগিয়ে এসেছে। আজ দেশবন্ধু গ্রুপ ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করলো। এতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ উপকৃত হবে। ভর্তুকি মূল্যে চিনি, চাল ও জুস বিক্রয় করা হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশবন্ধু গ্রুপের মতো দেশের অন্যান্য বৃহত্তর শিল্প গ্রুপগুলো যদি পবিত্র রমজান মাসে এগিয়ে আসে, তাহলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। রমজান মাস আসলেই সবার মধ্যে কেনো নিত্যপণ্য কেনার প্রতিযোগিতা বাড়ে। একসঙ্গে বেশি পণ্য না কিনে ঠিক পরিবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন হয়, ঠিক ততটুকু কিনলে বাজারের ওপর চাপ পড়বে না। এতে রমজান মাসে কোনো প্রকার সংকট সৃষ্টি হবে না।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দেশবন্ধু গ্রুপ আয়োজিত আসন্ন পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন, দেশবন্ধু গ্রুপের উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) সারোয়ার জাহান তালুকদার ও দৈনিক আজকালের খবরের সম্পাদক ফারুক আহমেদ তালুকদার।

 উল্লেখ্য, চিনি ও চাল ছাড়াও দেশবন্ধু ম্যাংগো ড্রিংক ৫০০ মিলি ১০ টাকা কমে ৩০ টাকা, এক লিটারে ১০ টাকা কমে ৬০ টাকা, দেশবন্ধু অরেঞ্জ ড্রিংক ৫০০ মিলি ৫ টাকা কমে ২৫ টাকা, অরেঞ্জ ড্রিংক লিটারে ১০ টাকা কমিয়ে ৪০ টাকা বিকি করছে। অপর দিকে ফ্রেন্ডস আপ ৫০০ মিলি ৫ টাকা কমিয়ে ২৫ টাকা, ফ্রেন্ডসআপ এক লিটার ১০ টাকা কমে ৪০ টাকা, ফ্রেন্ডস কোলা ৫০০ মিলি ৫ টাকা কমিয়ে ২৫ টাকা এবং ফ্রেন্ডস কোলা এক লিটার ১০ টাকা কমিয়ে ৪০ টাকায় বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিদিন ৫টি জায়গায় ট্রাক প্রতি ১০টন পণ্য যেমন-চিনি, চাল এবং বেভারেজ (কোমল পানীয় ও জুস) বিক্রি করবে। সরকারি ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে, নিউমার্কেট এলাকায়, কাওরান বাজার এবং কলমিলতা মার্কেট (বিজয় স্মরনী) এলাকায় পণ্য বিক্রি হবে।

#

বকসী/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩২

**গণমানুষের সংবাদপত্র গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন,‘ বর্তমান দ্রুততার প্রতিযোগিতার মধ্যে সঠিক সাংবাদিকতা, সঠিক সংবাদ পরিবেশন এবং একটি সংবাদপত্রকে গণমানুষের সংবাদপত্র হিসেবে গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।’

মন্ত্রী বলেন, ‘দেশে গত ১৪ বছরে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ বা এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথের পাশাপাশি অনেকগুলো চ্যালেঞ্জও যুক্ত হয়েছে। শুরু হয়েছে সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ দেওয়ার প্রতিযোগিতা। আর এটি করতে গিয়ে দেখা যায় এমন অনেক সংবাদ পরিবেশিত হয় যেগুলো আসলে সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তিকর। অনলাইনের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে। এ কারণেই স্বাধীনতার পাশাপাশি প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা।’

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে দৈনিক দেশ বর্তমান পত্রিকার নবরূপে আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পত্রিকা বা যে কোনো গণমাধ্যম শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন কিংবা বিনোদনের জন্য নয়। একটি পত্রিকা মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়, অনুন্মোচিত বিষয়গুলোকে উন্মোচিত করতে পারে। সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার যে দিকে দৃষ্টিপাত করছে না, সে দিকে দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা একটি বহুমাত্রিক, গণতান্ত্রিক ও বিতর্কভিত্তিক সমাজে বসবাস করি। এই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অবশ্যই প্রয়োজন। বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে, যেভাবে অবাধে সবকিছু লিখতে পারে পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ সেটি পারে না। অনেক উন্নত দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন আছে একইভাবে তাদের কাজ ও প্রকাশ সম্পর্কে দায়িত্বশীলও থাকতে হয়। সেখানে ভুল বা অসত্য সংবাদের জন্য জরিমানা গুণতে হয়, শাস্তি পেতে হয়। আমাদের দেশে এমন নজির এখনো হয়নি। মাঝে মধ্যে প্রেস কাউন্সিল থেকে তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ তিরস্কার করা ছাড়া কাউন্সিলের আর কোনো ক্ষমতা নাই। সুতরাং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।’

একইসাথে একটি সংবাদপত্র শিশু-কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজের মনন তৈরিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমার ছেলেবেলায় অনেক দৈনিক পত্রিকায় ছোটদের পাতা থাকতো, সেখানে আমিও লিখেছি, সেটি অনেক আনন্দের। কিন্তু এখন আর ছোটদের পাতা নেই, হারিয়ে গেছে। রূপচর্চার পাতা আছে, রান্নাবান্নার পাতা আছে কিন্তু ছোটদের পাতা অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে। দৈনিক দেশ বর্তমান পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবো, যেন সপ্তাহে না হোক, অন্তত ১৫ দিনে ছোটদের একটা পাতা থাকে। এটি আমাদের কিশোর-তরুণদের মনন তৈরি এবং প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী এ সময় পত্রিকায় সমাজের অনুন্মোচিত বিষয়গুলো নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, ‘রাস্তায় যে পাগলটা বিড়বিড় করে কথা আওড়ায় তার পাগল হওয়ার পেছনে একটা গল্প আছে। কিন্তু কেউ তা শোনে না, শোনার প্রয়োজনও মনে করে না। যে মানুষটি নদী ভাঙনে কিংবা অন্য কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের স্বপ্নের কথা কেউ লেখে না। যে মেয়েটি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়তো নিষিদ্ধ কোনো জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তার বেদনার কথা কেউ ভাবে না, লেখে না। সেগুলোও  উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কাজ করে যাচ্ছে। সে কারণে ২০০৯ সালে যেখানে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে ৪শ’ এটি এখন সাড়ে ১২শ’র বেশি। টেলিভিশনের সংখ্যা ছিল ১০টি এখন সম্প্রচারে আছে ৩৬টি, আরো কয়েকটি খুব সহসা সম্প্রচারে আসবে। বেসরকারি রেডিও লাইসেন্স দেওয়া আছে ২৪টি, ১৪-১৫টি সম্প্রচারে আছে। কমিউনিটি রেডিও’র লাইসেন্স দেওয়া আছে প্রায় ৩ ডজনের কাছাকাছি এবং বেশির ভাগই সম্প্রচারে আছে। একইসাথে গত ১৪ বছরে অনলাইন গণমাধ্যমেরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, হাজার হাজার অনলাইন প্রকাশিত হয়, আমাদের কাছে ৫ হাজারের বেশি আবেদন আছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। ইতিমধ্যে কয়েকশ’ রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।’

দৈনিক দেশ বর্তমান পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাসিরুদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা এবং ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, দৈনিক দেশ বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এস এম জমির উদ্দিন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মানিক লাল ঘোষ, সিনিয়র সাংবাদিক শাহিন উল ইসলাম চৌধুরী  প্রমুখ। বক্তৃতাপর্ব শেষে কেক কেটে পত্রিকার নবরূপে প্রকাশ উদ্বোধন করেন অতিথি ও আয়োজকবৃন্দ।

#

আকরাম/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১১৩০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ২১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭২১ জন।

**#**

সুলতানা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৯

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অন্তভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে হবে**

 **– আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক নতুন নতুন উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে কাজ করতে উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও স্টার্ট-আপদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুনাফার দিকে না তাকিয়ে এমন কিছু উদ্ভাবন করা উচিত যা অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সবাই মিলে এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও দেশ গড়তে হবে, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণ ও উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের উদ্যোক্তা সংস্কৃতির ইকোসিস্টেম তৈরিতে ‘সংকল্প ঢাকা সম্মেলন’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাহসী নেতৃত্বে আমাদের মূল লক্ষ্য তরুণদের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা। উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ও স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে দেশে ১৩ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অথবা কাছাকাছি এলাকাতে ১২টি নলেজ পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত গুরুজিৎ সিং, ইন্টেলক্যাপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জয়েস ভাটিয়া, এবিএফআরএল-এর সিএসও নরেশ তাইগি, ইউসিবিএল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আরিফ কাদরী, এসবিকে-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির, স্টার্টআপ বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ প্রমুখ।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১২৪৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৮

**World Oral Health Day উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ মার্চ World Oral Health Day উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির উদ্যোগে ২০ মার্চ ২০২৩ জাতীয় পর্যায়ে World Oral Health Day উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্যখাতের বিশাল সাফল্য জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে ইতোমধ্যে ফুটে উঠেছে। আমরা দেশের ডেন্টাল সার্জনদের জন্যে পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি পদ সৃজন, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেশাগত উন্নয়নের জন্যে নিয়মিত কর্মসূচি প্রণয়ন, তিনটি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ এই পেশার মানোন্নয়নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সঠিক প্রচারণা, পলিসি নির্ধারণ এবং জনগণের দোরগোড়ায় আধুনিক চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিয়ে আমাদের সরকার স্বাস্থ্যখাতে এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম ও তথ্য জনগণকে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতের এই উন্নয়ন ও বৈপ্লবিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ।

সারাবিশ্বে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ শুধুমাত্র মুখগহবরের সঠিক যত্ন না নেওয়ার কারণে দাঁত, মুখসহ শারীরিক নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত এই দিবসের মাধ্যমে FDI World Dental Federation এ ব্যাপারে যে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির সদস্যবৃন্দের প্রতি আমার আহ্বান দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে মুখ ও দাঁতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, কেননা উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বেগবান রাখতে জনগণের সুস্বাস্থ্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ” গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১৩০০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৭

**গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে তোরণ তৈরি করা যাবে না**

ঢাকা, ৫ চৈত্র (১৯ মার্চ) :

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলী থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে যেকোনো ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকতে সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে।

#

মিজানুর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/আসমা/২০২৩/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৬

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক,১৯ মার্চ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গতকাল উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে দিনব্যপী শিশু-কিশোর আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়।জাতীয় সংগীত পরিবেশনা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এই শিশু-কিশোর আনন্দমেলা শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় ও জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বক্তব্য প্রদান করেন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপস্থাপনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং নিপীড়িত-বঞ্চিত শোষিত মানুষের অধিকার আদায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর সংগ্রাম ও নেতৃত্বের বিষয়সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, ‘শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, একদিন শিশুরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে’। সে ভালোবাসা থেকেই জাতিসংঘে শিশু সনদ গৃহীত হওয়ার প্রায় ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে জাতীয় শিশু আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসাকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৭ সাল হতে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসরত শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকগণ, স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ এবং স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পরিবারের সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা